ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

ফৌজদারী আপিলের এখতিয়ার

২০২৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং-১৫৯২

(@এসএলপি (সিআরএল) ২০১৭ সালের ৬৬৮৮ নম্বর

চঞ্চলপতি দাস..... আপিল

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য..... প্রতিবাদীগন

সঙ্গে

২০২৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৯৩

(@এসএলপি (সিআরএল) ২০১৭ সালের ৬৬৮৯ নম্বর)

মধুপন্ডিত দাস.... আপিল

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য.প্রতিবাদীগনরা

রায়

বেলা এম ত্রিবেদী, জে।

অনুমতি প্রদান করা হল।

২. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮, ৪৭১, কোলকাতা৬ এবং ১২০-বি ধারার আওতায় বালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে নথিভুক্ত ২০০৯-এর ৩৩ নম্বর এফআইআর-এর প্রেক্ষিতে আবেদনকারী-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। রেকর্ড থেকে জানা যায়, আবেদনকারী মধু পন্ডিত দাস (অভিযুক্ত নং ১) ১৯৮৪ সাল থেকে বেঙ্গালুরুর ইসকন-এর সভাপতি এবং আবেদনকারী চঞ্চলপতি দাস (অভিযুক্ত নং ২) ১৯৮৫ সাল থেকে বেঙ্গালুরুর কেএসসিওএন-এর সহ-সভাপতি।তাঁরা দুজনেই নিজেদের বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা এবং মানবতাবাদী বলে দাবি করেন।আবেদনকারীদের মতে, বেঙ্গালুরুর ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস (ইসকন) ১৯৭৮ সালে কর্ণাটক সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬০-এর আওতায় নথিভুক্ত একটি সংস্থা।

৩. ৩০. ০৯. ২০০৬ তারিখে বিবাদী-অভিযোগকারীর মামলা অনুযায়ী, কোলকাতার বালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে ইসকন কোলকাতার জেনারেল ম্যানেজার একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অভিযোগ করা হয়েছিল যে মুম্বাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস (ইস্কন) ১৯৭১ সাল থেকে সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এবং বোম্বে পাবলিক ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি সোসাইটি, যার নিবন্ধীকৃত কার্যালয় রয়েছে হরে কৃষ্ণ ভূমি, জুহু, মুম্বাই-৪৯-এ।এই সোসাইটির কলকাতা-৭০০০১৯, আলবার্ট রোড, থ্রিসি-তে অবস্থিত একটি সহ সারা ভারতে বহু শাখা/কার্যালয় রয়েছে।ব্যুরো নামে পরিচিত এই সোসাইটির গভর্নিং কাউন্সিল হল সর্বোচ্চ

প্রশাসনিক সংস্থা।সংশ্লিষ্ট সময়ে এই ব্যুরো কোলকাতা শাখার সভাপতি শ্রী অদ্রিধরণ দাসকে অশোক লেল্যান্ড-এর ৪২ আসনের একটি ডিলাক্স বাস, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর WB25A-0454, ইঞ্জিন নম্বর WSH 104189, এবং চেসিস নম্বর WSH042296-এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়।এই বাসটি কোলকাতা শাখার প্রাঙ্গণে দাঁড় করানো ছিল।

৪. আরও অভিযোগ করা হয় যে, নতুন ম্যানেজমেন্ট যখন কোলকাতায় উক্ত শাখার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন উক্ত শাখার প্রাঙ্গণে উক্ত বাসটি পাওয়া যায়নি।তাই একজন ম্যানেজার শ্রী জগদর্থিহা দাস ২০০১ সালের ২৩শে নভেম্বর কোলকাতার বারাসতের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিককে লেখা এক চিঠিতে উক্ত বাসটির জন্য কোনও নকল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ট্যাক্স কার্ড ইত্যাদি ইস্যু না করার অনুরোধ জানান।২০০৬-এর ৩০ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আরও বলা হয়েছিল যে ২২. ০৫. ২০০২ তারিখে পুলিশ স্টেশনে একটি রিপোর্টও দেওয়া হয়েছিল, তবে পরে তারা জানতে পেরেছিল যে বাসটি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর রাজাজি নগরের হরে কৃষ্ণ পাহাড়ে বসবাসকারী শ্রী মধু পন্ডিত দাসের অবৈধ হেফাজতে ছিল।আরও অভিযোগ করা হয় যে, জনাব অদ্রিধরন দাস শ্রী মধু পন্ডিত দাস এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং জনাব অদ্রিধরন দাস উক্ত গাড়িটি চুরি করার পাশাপাশি বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে বিশ্বাসভঙ্গ করেছিলেন।আরও অভিযোগ করা হয় যে, গাড়িটির আসল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কোলকাতা শাখায় রাখা ছিল এবং শ্রী অদ্রিধরন দাস বা শ্রী মধু পন্ডিত দাস বা অন্য কোনও ব্যক্তির উক্ত গাড়িটি বেঙ্গালুরুতে স্থানান্তরিত করার বা উক্ত গাড়ির নিবন্ধিত মালিকের নাম পরিবর্তন করার কোনও অধিকার ছিল না।

৫. বিবাদী-অভিযোগকারীর আরও একটি মামলা হল যে বালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশন ২০০৬ সালের ৩০. ০৯. তারিখের উক্ত চিঠিটি লক্ষ্য করেনি, তাই অভিযোগকারী ইসকনের কোলকাতার শাখা ব্যবস্থাপক রাধা রমন দাস ২০০৯ সালে আলিপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযুক্ত মধু পণ্ডিত দাস, চঞ্চলপতি দাস, মহাজন দাস এবং আদ্রিধরন দাসের বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে তদন্তের জন্য একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

৬) ২০০৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বালিগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯/৪১১/৪০৬/৪০৮/১২০-বি/৪৬৮/৪৭১ ধারার আওতায় অভিযুক্ত মধু পন্ডিত দাস, চঞ্চলপতি দাস, মহাজন দাস ও আদ্রিধরন দাসের বিরুদ্ধে এফআইএবং দায়ের করা হয়।

৭. আবেদনকারী-অভিযুক্ত চঞ্চলপতি দাস ২০১৩-র সিআরআর নং ১৪৯০ নামে একটি পিটিশন দাখিল করেন এবং আবেদনকারী-অভিযুক্ত মধু পন্ডিত দাস কোলকাতা হাইকোর্টে ২০০৯-এর ৭৪৭ নং ফৌজদারি মামলা খারিজ করার জন্য আবেদন জানান।হাইকোর্ট সাধারণ আপিল রায় এবং আদেশ দ্বারা উভয় ফৌজদারি সংশোধনী খারিজ করে দেয়।

৮. আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মিঃ শ্যাম দিওয়ান জোরালোভাবে দাখিল করেছিলেন যে বাস চুরির মামলার ছদ্মবেশে আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, কারণ আবেদনকারীরা ইসকন বেঙ্গালুরুর অধীনে প্রায় ৩০ টি ইসকন/হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সম্পর্কিত কেন্দ্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, যারা শ্রীল প্রভুপাদকে একমাত্র দীক্ষা আচার্য হিসাবে রেখে তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে।তিনি আরও বলেন, অভিযোগ/এফআইআরের অভিযোগগুলি কেবল অযৌক্তিক এবং অসম্ভাব্য নয়, বিচারের পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা নেই।এই বাসটির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে তিনি জানান, এই বাসটি ১৯৯৮ সালের ২০ নভেম্বর কোলকাতায় রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল।তাঁর মতে, ২০০২ সালে বাস চুরির অভিযোগে ২০০৯ সালে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, যা ছিল আইনের অপব্যবহার।এমনকি, তদন্তকারী আধিকারিকএবং চার্জশিটের সঙ্গে কোনএবং নথি বা প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।জনাব দিওয়ান হরিয়ানা রাজ্য এবং ওরস বনাম ভজন লাল এবং ওরস, জি সাগর সুরি এবং আনর বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং ওরস, মাধবরাও জিওয়াজিরাও সিন্ধিয়া এবং ওরস বনাম শম্ভাজিরাও চন্দ্রোজিরাও আংরে এবং ওরস, সুবল ঘোরাই এবং ওরস মামলায় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন।পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানাবে।সবশেষে তিনি বলেন, ইসকন কোলকাতার নামে ইসকন বেঙ্গালুরু একটি নতুন মডেল অশোক লেল্যান্ড বাস কিনতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক।

৯ অন্যদিকে, বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী কে ভেনুগোপাল ২ নম্বর অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে জানান, তদন্তকারী আধিকারিকের জমা দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮, ৪৭১, ৪০৬ এবং ১২০-বি ধারার আওতায় এই দুই প্রতিবাদীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।তাঁর মতে, বেঙ্গালুরুর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আরটিআই-এর আওতায় প্রাপ্ত বলে দাবি করে আবেদনকারীদের দ্বারা পেশ করা নথিপত্র এই প্রথম এই আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং তা বিবেচনা করা হয়নি।তিনি আরও বলেন যে, অভিযোগকারী অভিযুক্তের নির্মিত রিয়েল এস্টেট সহ বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের তুলনায় কেবল একটি বিলাসবহুল বাস সম্পর্কিত অভিযোগ, জালিয়াতি, প্রতারণা এবং বিশ্বাস ভঙ্গের মতো অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস বা হ্রাস করতে পারে না।তিনি আরও জানান, ইসকন কোলকাতাকে একটি নতুন বাস দেওয়ার জন্য

আবেদনকারী-অভিযুক্তের প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না, কারণ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩২০ নম্বর ধারার আওতায় আপোষযোগ্য নয়।৭) জসবীর সিং বনাম তারা সিং এবং অন্য ৭) জগদীশ রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং অন্য ৭) আঞ্জুমান সাহা বনাম ক্যাপ্টেন সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্য ৫) আঞ্জুমান সাহা, আঞ্জুমান সাহা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্য ৫) আঞ্জুমান সাহা, আঞ্জুমান সাহা বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, আঞ্জুমান সাহা বনাম অরবিন্দ খান্না, আঞ্জুমান সাহা, আঞ্জুমান সাহা বনাম আঞ্জুমান সাহা, আঞ্জুমান সাহা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্য ৫) আঞ্জুমান সাহা, আঞ্জুমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা, আমান সাহা।

১০. পক্ষগুলির সওয়াল-জবাব এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখে এবং পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি উদ্বেগের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা যায় যে, ২০০১ সালে একটি বাস চুরির অভিযোগ সম্পর্কে ইসকন কোলকাতার শাখা ব্যবস্থাপক ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে কোলকাতার বালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে একটি চিঠি লিখেছিলেন, তবে উক্ত পুলিশ স্টেশন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।যদিও অভিযোগকারী ২০০২ সালের ২২ মে সংশ্লিষ্ট থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট থানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে, ২২. ০৫. ২০০২ তারিখের প্রতিবাদী রিপোর্ট বা ৩০. ০৯. ২০০৬ তারিখের চিঠিটি কখনও সংশ্লিষ্ট থানায় পাওয়া যায়নি বা এই বিষয়ে কোনও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।প্রতিবাদীর বক্তব্য অনুযায়ী ২০০৬-এর ৩০শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ২০০৯-এর ১০ই ফেব্রুয়ারি আলিপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

১১. এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অভিযোগকারীর মামলা অনুসারে, ২০০১ সালে বাস চুরির কথিত ঘটনা ঘটেছিল এবং ২০০৯ সালেই আলিপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে যথেষ্ট পরিমাণে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।ইসকন কোলকাতার মতো শক্তিশালী সংস্থার পক্ষ থেকে ২০০২ সালে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল অথবা ইসকন কোলকাতার শাখা ব্যবস্থাপক ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ যে চিঠি লিখেছিলেন, তার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বালিগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।২০০৯ সালে আদালতে অভিযোগ দায়ের না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর ধরে বাস চুরির অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য প্রতিবাদী নং ২-এর অভিযোগকারী কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেননি।আদালতের মতে, আদালতে অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে ৮ বছরের অতিরিক্ত বিলম্বই এই প্রক্রিয়া বাতিল করার পক্ষে যথেষ্ট।১৯৯৮ সালে ইসকনের কোলকাতা শাখার বিলাসবহুল বাসটি যদি তাঁদের কাছে এত মূল্যবান হত, তা হলে তাঁরা এত দীর্ঘ আট বছর চুপ করে থাকতে পারতেন না।আমাদের মতে, আট বছর আগে সংঘটিত কথিত ঘটনার জন্য অভিযোগ দায়ের করার মাধ্যমে ফৌজদারি ব্যবস্থা গতিশীল হয়েছে, যা কেবল আদালতের প্রক্রিয়াটির নিছক অপব্যবহার এবং অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২. ২০০৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বালিগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে যে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল, আদালতের কাছে দায়ের করা অভিযোগের নিছক বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাস চুরির ঘটনায় অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য অভিযোগকারী কর্তৃক পেশ করা কোনও নথি বা উপাদান ছিল না।এই অভিযোগের তদন্তের পরেও তদন্তকারী আধিকারিক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৮, ৪৭১, ৪০৬ এবং ১২০বি ধারার আওতায় অপরাধগুলির সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলিকে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করেননি।আবেদনকারীদের জন্য প্রবীণ কৌঁসুলি মিঃ শ্যাম দিওয়ান এই বাসের মালিকানা হস্তান্তর এবং নিবন্ধীকরণ সম্পর্কিত নথিগুলির উপর নির্ভর করার জন্য জোরালোভাবে অনুরোধ করেছিলেন, যে কথিত নথিগুলি তৎকালীন ইসকন কোলকাতার অনুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল, আমাদের মতে, এই কার্যধারায় এই নথিগুলি বিবেচনা করা যাবে না, এটি চার্জশিট কাগজপত্রের অংশ নয়।যে কোনও ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক আবেদনের নথিপত্র থেকে এমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে তদন্তকারী আধিকারিকরা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য কোনও অকাট্য বা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন।গাড়ি চুরি এবং নথিপত্র জালিয়াতির ঘটনা কে, কখন এবং কিভাবে ঘটিয়েছে তা দেখানোর জন্য জাল নথিপত্রের বিষয়ে কোনও বিশেষজ্ঞের মতামত বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়নি।এই পরিস্থিতিতে, এই ধরনের মামলা চালানোর অনুমতি দেওয়া শুধুমাত্র একটি ফাঁকা আনুষ্ঠানিকতাই নয়, বরং আদালতের মূল্যবান সময়ের চরম অপচয় হবে।

এটি অস্বীকার করা যায় না যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উচ্চ আদালতগুলির ক্ষমতা

রয়েছে।

যদিও ধারা ৪৮২-এর আওএবংয় প্রাপ্ত ক্ষমএবংগুলি অত্যন্ত সতর্কএবংর সঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত, তবে অভিযুক্তের দ্বারা আইনের অপব্যবহারের সুস্পষ্ট ঘটনা ঘটলে উক্ত ক্ষমএবংগুলি প্রয়োগ করা উচিত।কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী এবং অন্যান্য মামলায় আদালত বলেছিল যে, ৪৮২ ধারার অধীনে উচ্চ আদালত কর্তৃক ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে যদি আদালত মনে করে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের শেষ প্রয়োজন হবে যে কার্যধারা বাতিল করা হবে।

১৪. এই আদালত ১৯৯২ সালে হরিয়ানা রাজ্য এবং ওরস বনাম ভজন লাল এবং ওরস (সুপ্রা) মামলায় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বিশেষ করে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে এই আদালত দ্বারা বর্ণিত আইনের নীতিগুলি বিবেচনা করার পরে, বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছিল, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে।এর প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

> "১০২। চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে কোডের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলি বা কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যা আমরা উপরে উদ্ধৃত এবং পুনরুত্পাদন করেছি, আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত শ্রেণির মামলাগুলি দিয়েছি যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা কোনও আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং যথেষ্ট পরিমাণে গতিশীল এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র দেওয়া সম্ভব নয় এবং এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত এমন অগণিত ধরণের মামলার একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া।" ""
>
> (১) যেক্ষেত্রে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে বা অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগগুলি গ্রহণ করা হয় এবং সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে তা প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।
>
> (২) এফআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে অভিযোগ এবং অন্যান্য উপকরণ যদি কোনভাবে আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ না করে, তা হলে কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া কোডের ১৫৬ (১) ধারার আওতায় পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারা তদন্তের যৌক্তিকতা।
>
> (৩) যেক্ষেত্রে এফ আই আর বা অভিযোগের ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত সাক্ষ্য কোন অপরাধ সংঘটনের ঘটনা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।
>
> (৪) যদি এফআইআর-এ অভিযোগগুলি আমলযোগ্য অপরাধ না হয়ে কেবল অ-আমলযোগ্য অপরাধ হয়, তা হলে কোডের ১৫৫ (২) ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়া কোনও পুলিশ আধিকারিক তদন্তের অনুমতি দেবেন না।
>
> (৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগের অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে।
>
> (৬) যেক্ষেত্রে কোডের বা সংশ্লিষ্ট আইনের যে কোন বিধানে (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা সংস্থিত করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আইনী বাধা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এবং কার্যধারা অব্যাহত রাখা এবং/অথবা যেক্ষেত্রে কোড বা সংশ্লিষ্ট আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করা হবে।
>
> (৭) যেক্ষেত্রে কোন ফৌজদারি কার্যধারায় অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এবং/অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণে

তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে মামলা দায়ের করা হয়।

১৫. এপি রাজ্য বনাম গোলকোন্ডা লিঙ্গা স্বামী এবং অন্য একটি মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছিল যে, যদি আদালত মনে করে যে এই ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করা বা চালিয়ে যাওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে তবে তা বাতিল করা ন্যায়সঙ্গত হবে।

১৬. অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্বের বিষয়ে এই আদালত সম্প্রতি হাসমুখলাল ডি ভোরা এবং আনারকে নিয়ে একটি মামলার রায় দিয়েছে।এবংমিলনাড়ু রাজ্যের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ফৌজদারি অভিযোগ খারিজ করার ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বিলম্ব কোনও ফৌজদারি অভিযোগ খারিজ করার কারণ হতে পারে না।

১৭. পূর্বে বর্ণিত আইনি অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যদি মামলার প্রকৃত তথ্য মূল্যায়ন করা হয়, তা হলে এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না যে, আট বছরের অযৌক্তিক বিলম্বের পর বিবাদী-অভিযোগকারীর দায়ের করা অভিযোগটি আবেদনকারীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আইনের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এই ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ বিচারের ধারাবাহিকতা আরও অপব্যবহার এবং আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে, বিশেষ করে যখন অভিযোগপত্রে বা চার্জশিটে কোনও অভিযোগই প্রকাশ করা হয় না, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক মামলা প্রকাশ করা হবে না।আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং অসম্ভব যে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবেন না যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

১৮. বিদায়ের আগে, আদালতে মিথ্যা ও তুচ্ছ মামলা দায়ের করে আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার সম্পর্কে এই আদালতের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ পুনরায় পেশ এবং প্রয়োজন।দলীপ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য ৪-এ দেখা গেছে যেঃ

> ১।বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় সমাজ জীবনের দুটি মৌলিক মূল্যবোধকে লালন করে এসেছে – সত্য এবং অহিংসা।মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ এবং মহাত্মা গান্ধী এই মূল্যবোধগুলিকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন।স্বাধীনতার আগে যে ন্যায় বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সত্য তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এবং এর পরিণাম যাই হোক না কেন, আদালতে সত্য কথা বলতে মানুষ গর্ববোধ করতেন।কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের মূল্যবোধ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।বস্তুবাদ পুরনো মূল্যবোধকে ঢেকে দিয়েছে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের সন্ধানে মামলা-মোকদ্দমার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আদালতের কার্যপ্রণালীতে মিথ্যা, ভুল ব্যাখ্যা এবং তথ্য গোপন করতে দ্বিধা করেন না।

১৯. সুব্রত রায় সাহারা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য মামলায় এটি নিম্নরূপঃ

> ১৯১। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত তুচ্ছ মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত।অর্থহীন এবং অবিবেচনাপূর্ণ দাবির প্রতি মামলাকারীদের বাধ্যতামূলক আবেগ থেকে বিরত রাখার জন্য উপায় এবং উপায়গুলির বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

আমরা আরও বলতে চাই যে, খারাপ মুদ্রার প্রচলন যেমন ভালো মুদ্রার প্রচলন কমিয়ে দেয়, তেমনই খারাপ মুদ্রার প্রচলন ভালো মুদ্রার প্রচলন কমিয়ে দেয়।আদালতগুলিতে তুচ্ছ মামলার প্রসারের কারণে প্রকৃত এবং প্রকৃত মামলাগুলি পিছিয়ে যায় এবং বছরের পর বছর ধরে শুনানি হয় না।যে পক্ষ তুচ্ছ, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অর্থহীন মামলার সূচনা করে, অথবা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করে, তাকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক মূল্য দিতে হবে, যাতে অন্যরা এই পথ অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে।এই বিষয়টিকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত, যখন সেই সমস্ত মানুষ, যারা নিজেদেরকে বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা বলে দাবি করে, নিজেদেরকে এই ধরনের তুচ্ছ মামলার সঙ্গে যুক্ত করে এবং আদালতের কার্যধারাকে তাদের ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা ব্যক্তিগত অহংকারকে লালন-পালনের একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে।

২১. বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি এবং এখানে উল্লিখিত কারণগুলির কথা বিবেচনা করে, আমরা আলিপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আপীলকারীদের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালে বালিগঞ্জ থানায় নথিভুক্ত ৩৩ নম্বর এফআইআর থেকে উদ্ভূত ফৌজদারি মামলাগুলি বাতিল করা যথাযথ বলে মনে করি।

২২। ১, ০০, ০০০ টাকা ব্যয়ে আপীলগুলি মঞ্জুর করা হয়েছে, যা সুপ্রিম কোর্ট অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে বিবাদী-অভিযোগকারী জমা দেবেন।

.....জে

[অজয় রাস্তোগি]

.....জে.

[বেলা এম ত্রিবেদী]

নতুন দিল্লি।
১৮. ০৫. ২০২৩

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

ফৌজদারী আপিলের এখতিয়ার

২০২৩ সালের এসএলপি (সিআরএল) নং ৪৫৩৯

মধুপন্ডিত দাস..... আবেদনকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য .... প্রতিবাদীগন

সঙ্গে

২০২৩ সালের এসএলপি (সিআরএল) নং ৪৬০৩

চঞ্চলপতি দাস.... পিটিশনার

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য..... প্রতিবাদীগন

রায়

বেলা এম ত্রিবেদী, জে।

২০২২-এর সিআরআর ৪০৬২-এ কোলকাতা হাইকোর্টের ১৭. ০২. ২০২৩ তারিখের আদেশে হাইকোর্ট আলিপুরের সংশ্লিষ্ট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়েছে যে, আদেশ জারির এক মাসের মধ্যে অভিযোগ বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করতে এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারার সংস্থান অনুযায়ী দশ মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে।

২. এই আদালত ২০২৩-এর ১৫৯২ নম্বর ফৌজদারি আপিল (@এসএলপি (সিআরএল) ২০১৭-র ৬৬৮৮ নম্বর) এবং ২০২৩-এর ১৫৯৩ নম্বর ফৌজদারি আপিল (@এসএলপি (সিআরএল) ২০১৭-র ৬৬৮৯ নম্বর)-এ যে রায় দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আবেদনগুলির নিষ্পত্তি হয়েছে।

..... জজ
[অজয় রাস্তোগি]

.....জে
[বেলা এম ত্রিবেদী]

নতুন দিল্লি।
১৮. ০৫. ২০২৩

DISCLAIMER
The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.